ঈশ্বরের অনুগ্রহের মহত্ব

(Greatness of Grace of God)

আদিপুস্তক ২৭ অধ্যায় ৩০-৪৬ পদ

গত সপ্তাহে আমরা আদিপুস্তক ২৭ অধ্যায় থেকে সেই ঘটনার আলোচনা শুরু করেছি, যেখানে প্রতারণা ও মিথ্যার রমরমা ঘটেছে। ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার অধিকারী বিশ্বাসী ইস্হাকের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আমরা সেই জঘন্য আচরণ দেখতে পেয়েছি, যখন মা রিবিকার প্ররোচনায়, ছোট ছেলে যাকোব, বৃদ্ধ-অন্ধ পিতা ইস্হাককে ঠকিয়ে, আপাত দৃষ্টিতে বড় ছেলে এষৌর আশীর্বাদ চুরি করেছে। গত সপ্তাহে আমরা এই ঘটনায় **রিবিকা** ও **যাকোবের** আচরণকে বিশ্বাসীর দৃষ্টিকোন থেকে মূল্যায়ন করেছি। স্বামীকে ঈশ্বরের ইচ্ছার (জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের দাস হবে) প্রতিরোধ করতে দেখে, রিবিকা শয়তানের সর্টকাট পথ অবলম্বণ করে, ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে ঈশ্বরকে সাহায্য করতে চেয়েছেন। আমাদের ঈশ্বর যে আমাদের সাহায্য ছাড়াই আপন সার্বভৌমত্বে নিজ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করতে সক্ষম, তার প্রতি বিশ্বাস প্রকাশে রিবিকা ব্যর্থ হয়েছেন। প্রার্থনা সহকারে অপেক্ষা করার পরিবর্তে, তার পাপপূর্ণ ফন্দির দ্বারা তিনি ঈশ্বরকে সাহায্য করতে চেয়েছেন। অন্যদিকে, ঈশ্বরের যথার্থ সময়ের জন্য অপেক্ষা না করে, মায়ের প্ররোচনায়, জেনেশুনে যাকোব পিতার সঙ্গে ছল করে আশীর্বাদ হস্তগত করেছে। তার জন্য অভিনয় করতে, মিথা কথা বলতে ও ঈশ্বরের নামকে ব্যবহার পর্যন্ত করতে যাকোব দ্বিধা করেনি। **ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করার** ও **ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ** করার দুটি নিকৃষ্ট উদাহরণ আমরা এদের দু'জনের আচরণের মধ্যে দেখতে পেয়েছি। আজ আমরা **ইস্হাক** ও **এষৌর** দায়িত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করব।

১। ইস্হাকের দায়িত্ব:

আমরা জানি, এষৌ ও যাকোবের জন্মের সময় ঈশ্বর ঘোষণা করে বলেছিলেন, *"জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের দাস হবে"* (২৫:২৩)। এখন, ইস্হাক এই কথা ভালো করেই জানতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, তিনি সেই আশীর্বাদ ঈশ্বরের পছন্দের যাকোবকে না দিয়ে, তাঁর নিজের পছন্দের এষৌকে দিতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ, তিনি জেনে শুনে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করছিলেন। আমরা স্ত্রী রিবিকার আচরণের সঙ্গে তাঁর আচরণের তুলনা করতে পারি। রিবিকা তা-ও নিজের আচরণের পক্ষে ঈশ্বরের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা বলতে পারেন। কিন্তু ইস্হাক নিজের আচরণের পক্ষে কোনও অজুহাতই দেখাতে পারেন না। ঈশ্বরের বাক্য পূর্ণতার পথে তিনি বাধা দিচ্ছিলেন। ঈশ্বর-বিশ্বাসী হওয়ায়, এ জন্য তাঁর মনে যথেষ্ট ভয়ও ছিল। এই জন্য তিনি আশীর্বাদ-হস্তান্তর করার কাজটি অত্যন্ত গোপনে ও লুকিয়ে লুকিয়ে করছিলেন। একথা ঠিক যে তাঁর যথেষ্ট বয়স হয়েছিল, কিন্তু এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিজের স্ত্রীকে পর্যন্ত না জানিয়ে, লুকিয়ে লুকিয়ে নিজের শোবার ঘরে করবার কারণ কী? আশীর্বাদ-হস্তান্তরের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমস্ত পরিবারের সামনে ঈশ্বর- আরাধনার মধ্য দিয়ে সাধিত হওয়া উচিৎ ছিল। এখন, ঈশ্বর তাঁর নিজের যে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, ইস্হাকের প্রয়োজন ছিল, সেই ইচ্ছার কাছে নিজেকে সমর্পণ করা; কিন্তু ইস্হাক তা করার পরিবর্তে, নিজের ইচ্ছাকে চরিতার্থ করতে ঈশ্বরকে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। ইস্হাক এষৌকে ভালোবাসতেন, যেহেতু এষৌ তাঁর জন্য পশু শিকার করে সুন্দর খাবার প্রস্তুত করত; তাই, ইস্হাক তাকে এই গুরুত্বপূর্ণ আশীর্বাদ দিতে চেয়েছিলেন। এখন, এই কাজের দ্বারা তিনি যে সাধ পূর্ণ করতে চেয়েছিলেন, তা-ই শেষপর্যন্ত তাঁকে প্রতারিত করেছিল।

এটি একটি বিশ্বাসী পরিবারের খুবই করুণ ছবি। কারণ পিতার কাছ থেকে আশীর্বাদ হাতিয়ে নেবার জন্য সকলে উঠে পড়ে লেগেছে। কিন্তু, এই কাজে ইস্হাকের এমন পাপপূর্ণ মনোভাব থাকা সত্ত্বেও, ইব্রীয় ১১:২০ পদে ইস্হাকের বিষয় এমন কথা বলা হয়েছে, *"বিশ্বাসে ইস্হাক আগামী বিষয়ের উদ্দেশ্যেও যাকোবকে ও এষৌকে আশীর্বাদ করলেন।"* আমরা এই কথার বিপরীতে প্রশ্ন করতে পারি, ইস্হাক যখন ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করতে চেয়েছিলেন এবং শেষপর্যন্ত কাকতালীয় ভাবে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

যাকোব আশীর্বাদ পেয়েছিল, তখন তার মধ্যে বিশ্বাসের কী ছিল? এর উত্তর হল, যদিও ইস্হাকের **বিশ্বাসের গতিপথ** ভ্রান্ত হয়েছিল, কিন্তু সেই **বিশ্বাসের কেন্দ্রবিন্দু** ছিল সুদৃঢ়। এর অর্থ, যদিও তিনি কাকে আশীর্বাদ করবেন, সে বিষয়ে ভুল চিন্তা করেছিলেন, তথাপি তিনি গভীরভাবে এই বিশ্বাস করতেন যে, পিতা অব্রাহামের কাছ থেকে তিনি যে আশীর্বাদ পেয়েছেন, তা সত্য, এবং তা তাঁর পুত্রের প্রতি তাঁকে হস্তান্তর করতে হবে। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে, অব্রাহামের কাছে ঈশ্বর যে প্রতিজ্ঞা করেছেন, তা একদিন তাঁর বংশধরদের মধ্যে ফল উৎপন্ন করবে।

ইস্হাকের পক্ষে এই বিশ্বাস সামান্য বিশ্বাস ছিল না। কারণ, তাঁর নিজের জীবনকালে এই প্রতিজ্ঞার লক্ষ্য পূরণে অতি সামান্য অগ্রগতি হয়েছিল। অব্রাহামের মৃত্যু হয়েছে, অনেক দিন কেটে গেছে; আর মানুষের দৃষ্টিতে, তাঁর পিতা যেমন সেই প্রতিজ্ঞার পূর্ণতা থেকে দূরবর্তী ছিলেন, ইস্হাকও দূরবর্তী থেকে গেছেন। যদিও বাস্তবে কিছুই তাঁর চোখে ধরা পড়েনি, তথাপি সুদৃঢ় বিশ্বাসে তিনি স্বর্গীয় নগরের প্রতি তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলেন (ইব্রীয় ১১:১৬)।

কেবল তা-ই নয়, ইস্হাকের ভুল যখন প্রকাশ পেয়েছিল, তখন তিনি একজন বিশ্বাসী হিসাবে তা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। যাকোব আশীর্বাদ নিয়ে চলে যাবার পর, এষৌ যখন তাঁর কাছে আসে, ইস্হাক বুঝতে পারেন যে, তিনি প্রতারিত হয়েছেন। তখন ইস্হাকের পরিস্থিতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, ***"তখন ইস্হাক মহাকম্পনে অতিশয় কম্পিত হয়ে . . ."*** (২৭:৩৩)। ইস্হাক কাঁপতে শুরু করেছেন, কারণ তাঁর ঈশ্বর-প্রতিরোধী মনোভাব ধরা পড়ে গেছে, এবং ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বের কাছে তিনি পরাজিত হয়েছেন। তাই, এষৌ যখন তাঁর কাছে অন্য আশীর্বাদ চেয়েছে, তখন তিনি স্বীকার করেছেন যে, কিছুই অবশিষ্ট নেই। অর্থাৎ, ইস্হাক **দ্বিতীয় বারের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করেননি**। তাই, এষৌর প্রতি ইস্হাক যে আশীর্বাদ করেন (২৭:৩৯-৪০), তা হল, যাকোবের প্রতি আশীর্বাদের (২৭:২৮-২৯) সম্পূর্ণ বিপরীত। যাকোবকে আশীর্বাদ করে বলা হয়েছে, সে পৃথিবীর সর্বোচ্চ আশীর্বাদের অধিকারী হবে, জাতিসমূহের উপর কর্তৃত্ব করবে, এবং আশীর্বাদের আকর হবে। কিন্তু এষৌ কি প্রাচুর্য, কি প্রভুত্ব, কি আশীর্বাদ, কিছুরই অধিকারী হতে পারেনি।

দেরিতে হলেও ইস্হাক নিজের ভুল বুঝতে পেরেছেন এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা মেনে যাকোবকে স্বীকার করেছেন। তাই, যাকোবের যখন পিতৃগৃহ ত্যাগ করার সময় উপস্থিত হয়েছিল, তখন যাকোব তাঁর পিতার আশীর্বাদ দ্বিতীয় বারের জন্য লাভ করেছিল, এবং এবারে সততার সঙ্গে সে তা লাভ করেছিল (২৮:১-৪)।

২। এষৌর দায়িত্ব:

আমরা এষৌর জন্য সহজেই দুঃখ অনুভব করতে পারি। একদিক থেকে, উত্তরাধিকারের প্রশ্নে এষৌর যে আশীর্বাদ পাবার কথা, তা থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয়েছিল, তা-ই নয় কি? কিন্তু অন্যদিক থেকে, এর আগে এষৌ তার ভাই যাকোবের সঙ্গে যে লেনদেন করেছিল, ঘটনাপ্রবাহ সেই লেনদেন অনুসারেই ঘটেছিল। ঈশ্বরের নামে দিব্য করে এক বাটি ডালের বিনিময়ে এষৌ তার জ্যেষ্ঠাধিকার যাকোবের কাছে বিক্রি করেছিল (২৫:২৯-৩৪)। এখন, জ্যেষ্ঠাধিকারকে তুচ্ছ করার পরিণতি হিসাবে সে যখন সেই আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়, তখন তার নিজের দায়িত্বকে কি সে অবহেলা করতে পারে? তার কাছে সেই আশীর্বাদ যদি সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ হত, তাহলে কি সে তার জ্যেষ্ঠাধিকারকে এক বাটি ডালের পরিবর্তে বিক্রি করতে পারত?

যদিও আশীর্বাদ হারানোর পর আমরা এষৌকে চীৎকার করতে দেখি (২৭:৩৪), কিন্তু তার মধ্যে জ্যেষ্ঠাধিকার হারানোর জন্য কিংবা আধ্যাত্মিক অর্থে আশীর্বাদ হারানোর জন্য শোকের কোনও চিহ্ন নেই; কেবল জাগতিক অর্থে আশীর্বাদ হারানোর জন্য সে শোক করেছে। আমরা তার সমগ্র জীবনে একবারের জন্যও **ঈশ্বরের অন্বেষণ করতে** কিংবা **জগৎ থেকে পৃথকীকৃত হতে** এষৌকে দেখতে পাই না। এর চূড়ান্ত নমুনা আমরা তার বিবাহের মধ্যে দেখতে পাই: প্রথমে, সে দুইজন হিত্তীয় রমণীকে বিয়ে করে (২৬:৩৪); কিন্তু যখন সে উপলব্ধি করে যে, এতে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

তার পিতা-মাতা অসন্তুষ্ট, তখন সে একজন ইশ্মায়েলীয় রমণীকে বিয়ে করে তার ভুলকে আরও জটিল করে তোলে (২৮:৬-৯)।

এই পৃথিবীতে এষৌর মতো প্রচুর লোককে আমরা দেখতে পাই, যারা তাদের বিগত জীবনের ভুল-ভ্রান্তির জন্য বিলাপ করে থাকেন। কিন্তু কেবল দুঃখ-প্রকাশ বা চোখের জলই যথেষ্ট নয়; প্রকৃত অর্থে হৃদয়ের পরিবর্তন প্রয়োজন। এই পরিস্থিতিতেও, এষৌ আশীর্বাদের অংশীদার হতে পারত, যদি সে ইস্হাক নয়, কিন্তু যাকোবের কাছ থেকে তা পেতে চাইত। কারণ, এই যাকোবের বংশধর হয়েই প্রকৃত আশীর্বাদের আকর আসতে চলেছেন। ***"যে কেউ তোমাকে আশীর্বাদ করে, সে আশীর্বাদযুক্ত হবে,"*** এই বলে ঈশ্বর অব্রাহামকে যে আশীর্বাদ করেছিলেন (১২:৩), এখন যাকোব সেই আশীর্বাদের অধিকারী (২৭:২৯)। আর তাই, এষৌর প্রয়োজন ছিল, নিজের গর্ব ত্যাগ করে চোখের জলে যাকোবের কাছে গিয়ে ক্ষমা চাওয়া; কারণ যাকোবর মাধ্যমেই প্রতিজ্ঞাত বংশধর আসতে চলেছেন।

কিন্তু সম্ভবতঃ এষৌ তা করেনি। হৃদয় কোমল করার পরিবর্তে এষৌ তার হৃদয় আরও কঠিন করেছে, হৃদয়ে যাকোবের বিরুদ্ধে ক্রোধ পুষে রেখেছে এবং তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছে (২৭:৪১)। এষৌর এই কাজের মধ্যে যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে, তা আমাদের বিশেষ অপরিচিত নয়। কারণ, আমাদের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁরা তাদের জীবনের বিশেষ সন্ধিক্ষণে উপলব্ধি করেন যে, তারা ভুল পথে তাদের জীবন যাপন করেছেন। তথাপি, এষৌ যেমন যাকোবের কাছে আসেনি; তারাও যাকোবের সেই প্রতিজ্ঞাত বংশধর, তথা খ্রীস্টের কাছে আসেন না, যাঁর কাছে তাদের জীবনের প্রকৃত অর্থ ও আশা লাভ সম্ভব। পরিবর্তে, তারা তাদের হৃদয় ক্রোধ ও তিক্ততায় পূর্ণ করেন। এষৌ তার বোকামির জন্য বিলাপ করলেও, জ্যেষ্ঠাধিকার তুচ্ছ করার যে পাপ, তার জন্য কখনও অনুতাপ করেনি। তার আচরণের পরিণতি সে পছন্দ না করলেও, সে কখনও তার পাপ থেকে ফিরে নত-নম্র হয়ে ঈশ্বরের কাছে আসেনি, তাঁতে আস্থা রাখেনি।

৩। পাপের পরিণাম:

এই ঘটনায় প্রতিটি চরিত্রের মধ্যে যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে, তা হল, তারা প্রত্যেকেই স্বার্থান্বেষী, আত্ম-ধার্মিক, আত্মতোষক, এবং নিজের প্রয়োজনে অন্যদেরকে, এমনকী ঈশ্বরকেও ব্যবহার করতে দ্বিধা করে না। কিন্তু যে বিষয়টি আমাদের অবাক করে, তা হল, এদের এত পাপ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, শেষপর্যন্ত কিন্তু ঈশ্বরের উদ্দেশ্যই পূর্ণ হয়েছে। তারা যদিও অনিষ্ট কল্পনা করেছিল, ঈশ্বর কিন্তু তা মঙ্গলের কল্পনায় পরিবর্তিত করেছেন (৫০:২০)। ঈশ্বর তাঁর আপন লক্ষ্য পূর্ণ করতে অনেক সময় মানুষের কল্পনাকে ব্যবহার করেন কিংবা বানচাল করে থাকেন।

কিন্তু এর মানে এই নয় যে, আমাদের পাপকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। আমরা যখন শয়তানের সর্টকাট পথ অবলম্বণ করি, তখন তার পরিণাম অবশ্যম্ভাবী এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তা বিধ্বংসী। ২৭ অধ্যায়ের এই ঘটনা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখায় যে, পাপ কাজের দ্বারা অনেক সময় আমরা যা পেতে চাই, তা লাভ করলেও, আমরা তা ভোগ করতে পারি না। শয়তান সর্বদা আমাদের বিভিন্ন লোভ দেখিয়ে থাকে। বড়শিতে সে এমনভাবে টোপ লাগায় যে, আমরা মাছের ন্যায় তা খেতে প্রলুব্ধ হই। কিন্তু তার প্রকৃত উদ্দেশ্য শেষে দেখা যায়, যখন আমরা বড়শিতে আটকে যাই। একই ভাবে, এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত প্রতিটি চরিত্রের বিভিন্ন পাপ তাদের অবশিষ্ট জীবনকে কুড়ে কুড়ে খাবে।

রিবিকা ও যাকোব যদিও তাদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করেছিল, কিন্তু তার পরিণাম হয়েছিল মারাত্মক। রিবিকার প্রিয় পুত্র যাকোব যদিও আশীর্বাদ পেয়েছিল, কিন্তু তা তাকে দীর্ঘকালের জন্য ঘরছাড়া করেছিল। মায়ের সঙ্গে তাম্বুতে বাস করার দিন যাকোবের ফুরিয়েছিল। যত দূর সম্ভব, তাদের আর পুনরায় সাক্ষাৎ সম্ভব হয়নি। যাকোব যদিও পিতার কাছ থেকে জাগতিক আশীর্বাদ পেয়েছিল, কিন্তু সে লাঠি হাতে একবস্ত্রে মামার বাড়ীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে বাধ্য হয়েছিল। পিতার দ্বারা উচ্চারিত সেই আশীর্বাদের পূর্ণতা দেখবার জন্য তাকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হবে। প্রতারণার পরিণাম কী, তা যাকোব তার অবশিষ্ট জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার দ্বারা হাড়ে হাড়ে টের পাবে।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

৪। ঈশ্বরের অনুগ্রহের মহত্ব:

এইভাবে পাপ ও পাপের পরিণামের উপস্থিতি সত্ত্বেও তাঁর প্রজাদের আশীর্বাদ করার বিষয় ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনন্ত কালের জন্য সুরক্ষিত। আমাদের বিশ্বাসের কূলপতিদের জীবনে পাপ থাকা সত্ত্বেও ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাদের ত্যাগ করেনি। তাদের পাপ সত্ত্বেও, এমনকী তাদের পাপপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে আমাদের ঈশ্বর তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্য পূর্ণ করতে সক্ষম। ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাত মশীহ নিখুঁত পূর্বপুরুষদের মাধ্যমে নয়, কিন্তু অসংখ্য পাপী-সাধারণ মানুষের বংশধর হয়ে পৃথিবীতে আসতে চলেছেন।

এই অধ্যায় আমাদের স্পষ্ট করে দেখায় যে ঈশ্বরের প্রজাদের জীবনে মুক্তিদাতার প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী। পাশাপাশি এই অধ্যায় আমাদের এ-ও দেখায় যে, সেই মুক্তিদাতা কেমন হবেন। যাকোব যেমন তার দাদার কাপড় পরেছিল, খ্রীস্টও তাঁর পার্থিব জীবনের চরম মুহূর্তে রোমীয় সৈন্যদের দেওয়া বেগুনিয়া বস্ত্র পরিধান করবেন; তাঁর মৃতদেহকে আরিমাথিয়ার যোষেফের কাপড়ে আচ্ছাদিত করা হবে। কিন্তু যাকোব ও খ্রীস্টের মধ্যে পার্থক্য হল, এই পথে খ্রীস্ট নিজের জন্য অন্যের আশীর্বাদ চুরি করেননি; পরিবর্তে, নিজের উপর আমাদের অভিশাপ গ্রহণ করেছেন। আবার, মায়ের পরিকল্পনার কথা শুনে, তার ফলপ্রসুতা সম্বন্ধে যাকোব যখন সন্দেহ প্রকাশ করেছিল, তখন রিবিকা তাকে এমন কথা বলেছিলেন, ***"সেই অভিশাপ আমাতেই বর্তুক"*** (২৭:১৩)। রিবিকা যদিও অসতর্কভাবে এই কথা বলেছিলেন, হয়ত স্বপ্নেও তিনি এর পূর্ণতা চিন্তা করতে পারেননি; তথাপি ঈশ্বরের পরিকল্পনায় যীশু খ্রীস্টের জীবনে এর পূর্ণতা সাধিত হয়েছিল। ক্রুশের উপর আত্মবলিদানের দ্বারা খ্রীস্ট সজ্ঞানে রিবিকার এই কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন। খ্রীস্ট আমাদের পাপের প্রতি ঈশ্বরের অভিশাপ নিজে গ্রহণ করেছেন, যেন আমরা তাঁর আশীর্বাদের উত্তরাধিকারী হই। প্রতারণার জন্য যাকোব যে অভিশাপ পাবার যোগ্য ছিল, আমাদের জীবনের বিভিন্ন পাপের কারণে আমরা যে অভিশাপের পাত্র ছিলাম, তা তাঁর উপর চাপোনো হয়েছে; যেন তিনি যে আশীর্বাদের অধিকারী, তা আমাদের ন্যায় অযোগ্যদের প্রতি প্রদত্ত হয়। যীশু সেই মৃত্যুর বস্ত্রে আবৃত হয়েছিলেন, যা আমাদের প্রাপ্য ছিল; যেন আমরা তাঁর নিষ্পাপ, নিঃষ্কলঙ্ক ধার্মিকতার বস্ত্র পরিধান করি।

আর তাই খ্রীস্টবিশ্বাসী আমরা ইচ্ছা মতো পাপ করতে পারি না। আমাদের যে পাপের কারণে খ্রীস্টকে এমন চরম মূল্য দিতে হয়েছে, সেই পাপ কি আমরা কখনও ইচ্ছা মতো করতে পারি? শয়তান যখন আমাদের বিভিন্ন প্রলোভন দেখায়, তখন যেন আমরা খ্রীস্টের ক্রুশের দিকে তাকাই। তাই, আমরা যদি শয়তানের পাপ প্রলোভনের প্রতি না বলতে চাই, তাহলে খ্রীস্ট সেই পাপের জন্য কী চরম মূল্য দিয়েছেন, তা আমাদের প্রথমে উপলব্ধি করতে হবে।

পাশাপাশি, আমরা যখন রিবিকা, যাকোব, ইস্হাক বা এষৌর মতো পাপ করি, এবং সেই পাপের গুরুত্ব উপলব্ধি করি, আমাদের প্রয়োজন পুনরায় খ্রীস্টের ক্রুশতলে ছুটে যাওয়া এবং খ্রীস্টের কাছ থেকে ক্ষমা ও পরিশুদ্ধি গ্রহণ করা। ফলস্বরূপ, আমরা পুনরায় আমাদের ন্যায় পাপীর প্রতি খ্রীস্টের প্রেমের মূল্য উপলব্ধি করি। আর তাই, পাপ করার পর, কে দোষী, এই নিয়ে হৈচৈ না করে, আমরা আমাদের সমস্ত দোষ নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হব, যিনি নিজে সেই সমস্ত দোষ বহন করেছেন। আমরা যত বড়ো পাপী হই না কেন, আমাদের সেই পাপকে ঢাকা দিতে ক্রুশীয় অনুগ্রহ যথেষ্ট। খ্রীস্টেতে আমরা আমাদের সমস্ত পাপের প্রতি ঈশ্বরের অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়েছি, এবং ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তির আশীর্বাদ লাভ করেছি।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com